Indian Digital
E-magazine Exclusively
for Art & Culture
Winter Edition

SMS VIEWS
Voices. Visions. Perspectives.
Triannual e-magazine on Art & Culture

November 05, 2026 | Vol. 1, Issue 2
Published by 'SMS' A GROUP OF ARTISTS
(Artistic & Socio-Cultural Organization)
Kolkata, WB, India

Triannual E-magazine| Email: smsarteditorial@gmail.com | Mob: 9475920747|Website: www.smsgroupartist.com

ঘোড়া যখন গতির অপর নাম

এম. এফ. হুসেনের অশ্বমোটিফ: অবয়ব, রং, স্মৃতি ও গতিশক্তি

পূজা সরকার

ভারতীয় আধুনিকতাবাদী শিল্পের ইতিহাসে মকবুল ফিদা হুসেন এক মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন।

১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রগ্রেসিভ আর্টিস্টস গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে তিনি এমন এক আধুনিক ভারতীয় দৃশ্যভাষা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা প্রথাগত অ্যাকাডেমিক বাস্তববাদ এবং বেঙ্গল স্কুলের পুনরুজ্জীবনবাদী শিল্পধারার গণ্ডি অতিক্রম করেছিল। তাঁর শিল্পচর্চায় ভারতীয় পুরাণ, লোকস্মৃতি, জনপ্রিয় সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক আধুনিকতাবাদী শিল্পভাষা এক স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে। রেখা, রং ও খণ্ডিত অবয়বের নিজস্ব ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক অনন্য শৈলী। হুসেনের শিল্পভাষাকে যেসব পুনরাবৃত্ত



ছবি সৌজন্যে: আইকন ইন্টারন্যাশনাল

প্রতিমূর্তি বিশেষভাবে পরিচিত করে তুলেছে, তার মধ্যে ঘোড়া সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে এই মোটিফ তাঁর শিল্পে প্রবেশ করে এবং দীর্ঘ কর্মজীবন জুড়ে নানা রূপে ফিরে আসে। ঘোড়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণের তাৎপর্য কেবল শারীরিক গঠন বা চিত্ররূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। শৈশবে ইন্দোরের টাঙ্গার ঘোড়া এবং মহরমের শোভাযাত্রায় সুসজ্জিত দুলদুলের প্রতিমূর্তির সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে এই প্রাণীটি তাঁর স্মৃতিতে বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে চীনা চিত্রকলার সঙ্গে পরিচয়, বিশেষত শু বেইহং-এর - শিল্পকর্ম, এবং মারিনো মারিনির মতো ইউরোপীয় শিল্পীর কাজ তাঁর ঘোড়া-চিত্রণের ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করে। বর্তমান **'হর্সেস' (Horses)—অ্যাক্রিলিক রং, বোর্ডের ওপর, ১৬ × ১০ ইঞ্চি** শীর্ষক চিত্রকর্মটি দেখায়, কেন ঘোড়ার মোটিফ হুসেনের শিল্পে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এখানে ঘোড়াগুলিকে প্রচলিত স্বাভাবিকতাবাদী রীতিতে উপস্থাপন করা হয়নি। বরং, প্রাণীটির অবয়বকে ব্যবহার করে শিল্পী গতিকে রঙের ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। ছবির সীমিত পরিসরের মধ্যে একাধিক ঘোড়ার অবয়ব পরস্পরের ওপর এসে পড়েছে, একে অপরকে ছেদ করেছে এবং সম্মিলিতভাবে যেন সামনের দিকে ছুটে চলেছে। তাদের দেহ কৌণিক সমতলে বিভক্ত; অন্যদিকে, গাঢ় কালো বহিরেখাগুলি প্রায় ক্যালিগ্রাফির তুলির টানের মতো কাজ করেছে। এই রেখাগুলি একই সঙ্গে দেহের গঠন নির্ধারণ করে এবং প্রচলিত শারীরিক কাঠামোকে ভেঙেও দেয়। প্রথাগত আলো-ছায়ার সাহায্যে দেহের আয়তন ফুটিয়ে তোলার পদ্ধতি এখানে অনুপস্থিত। ফলে দর্শক ঘোড়াগুলিকে স্বতন্ত্র প্রাণী হিসেবে দেখার পরিবর্তে তাদের সম্মিলিত অবয়বের মধ্যে এক ঘনীভূত গতিশক্তি অনুভব করেন। এই চিত্রের বিশেষ আকর্ষণ নিহিত রয়েছে পরিসরের সংকীর্ণতা ও গতির তীব্রতার মধ্যকার টানাপোড়েনে। উল্লম্ব বিন্যাসে ছবিটির বাস্তব পরিসর তুলনামূলকভাবে সীমিত। অথচ ঘোড়াগুলিকে দেখে মনে হয়, তারা যেন এই সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে এগিয়ে যেতে চাইছে। গাঢ় সিঁদুরে-লাল পটভূমি এই অনুভূতিকে আরও তীব্র করে তোলে। তার বিপরীতে ঘোড়াগুলির কমলা ও গেরুয়া রং প্রায় দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। হলুদ, নীল ও সাদা রঙের আকস্মিক উপস্থিতি দৃশ্যপটে স্বতন্ত্র ছন্দ ও অভিঘাত সৃষ্টি করে। ডানদিকে ছোট বৃত্তাকার গেরুয়া অবয়বটি এবং প্রান্ত বরাবর নীল রৈখিক উপাদানটি ছবিতে এক ধরনের স্থাপত্যিক ছন্দ এনে দেয়। এর ফলে সমগ্র বিন্যাসটি নিছক বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে না; বরং তার মধ্যে একটি সুসংহত দৃশ্যগত

ICON INTERNATIONAL
IMPORT & EXPORT - ART - REAL ESTATE

সংগতি বজায় থাকে। হুসেনের ঘোড়াকে প্রায়ই শক্তি, স্বাধীনতা, প্রাণপ্রাচুর্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে আলোচ্য চিত্রকর্মটি আরও সূক্ষ্ম একটি পাঠের সুযোগ করে দেয়। এখানে শক্তির প্রকাশ বিশাল আকারের মধ্য দিয়ে নয়, বরং তুলির টানের দ্রুততা ও তীব্রতার মধ্য দিয়ে ঘটেছে। ঘোড়াগুলি একই সঙ্গে প্রাণবন্ত ও যেন কিছুটা অসহায়; তারা এগিয়ে চলেছে, আবার পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষেও লিপ্ত হচ্ছে। তাদের অবয়ব এক অস্থির ও অনিশ্চিত চিত্রপরিসরের মধ্যে আবর্তিত। দেহের খণ্ডিত রূপ ইঙ্গিত করে যে, এখানে শিল্পীর মূল বিষয় নিখুঁত শারীরিক গঠন নয়, বরং গতি নিজেই। হুসেনের এই আধুনিকতাবাদী শিল্পভাষার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ভারতীয় মাত্রাও রয়েছে। তাঁর ঘোড়ার অবয়ব বহন করতে পারে নানা সাংস্কৃতিক স্মৃতি—যুদ্ধক্ষেত্র, রাজকীয় শোভাযাত্রা, পুরাণ, মহরম, অশ্বমেধের ঐতিহ্য এবং শক্তি ও অতিক্রমণের সঙ্গে ঘোড়ার বৃহত্তর প্রতীকী সম্পর্ক। কারবালা থেকে বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া, চীনা শিল্প-ঐতিহ্য থেকে অশ্বমেধ—ঘোড়ার এই বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক পরিসর সম্পর্কে হুসেনের নিজস্ব উল্লেখ তাঁর শিল্পভাবনার অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্যকে স্পষ্ট করে। অর্থাৎ, এই মোটিফের পেছনে রয়েছে সচেতনভাবে নির্মিত এক বহুসাংস্কৃতিক জগৎ, যেখানে বিভিন্ন ঐতিহ্য পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অতএব, 'হর্সেস' চিত্রকর্মটির আকর্ষণ কেবল হুসেনের বহুল পরিচিত ঘোড়া-মোটিফের উপস্থিতিতে সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রকৃত তাৎপর্য হল, ঘোড়াকে নিছক চিত্রবিষয় থেকে একটি স্বতন্ত্র দৃশ্যভাষায় রূপান্তরিত করা। এখানে রেখা হয়ে ওঠে গতি, রং হয়ে ওঠে শক্তি, আর খণ্ডিত অবয়ব সৃষ্টি করে ছন্দ। এই ছোট আকারের চিত্রকর্মে হুসেন তাঁর আধুনিকতাবাদী শিল্পভাবনার একটি মৌলিক নীতি তুলে ধরেছেন: বিমূর্ততার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য পরিচিত দৃশ্যজগৎকে পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। বরং, সেই পরিচিত জগতের রূপকে দ্রুততর, খণ্ডিত ও রূপান্তরিত করে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে দৃশ্যমান করে তোলা সম্ভব।

হুসেনের কাছে ঘোড়া কখনোই নিছক একটি প্রাণী ছিল না। তা ছিল গতি, স্মৃতি ও কল্পনার বাহন। আর আলোচ্য চিত্রকর্মের মতো কাজে ঘোড়ার অবয়বের মধ্য দিয়ে তিনি এমন এক শিল্পভাষা নির্মাণ করেছেন, যার সাহায্যে গতিকে কেবল অনুভবই নয়, দৃশ্যমানও করে তোলা যায়।

রেণুকা সেনের সূঁচিসূতার শিল্পকলা

অঞ্জন সেন

আমার ঠাকুরমা রেণুকা সেন আসলে ছিলেন এক গুণী শিল্পী। তাঁর জন্ম ১৯০০ তে এবং মৃত্যু ১৯৬০ এ।

এক রক্ষণশীল ধনী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন কেশরঞ্জন তেলের জন্য বিখ্যাত এন.এন. সেন এন্ড কোং-এর প্রতিষ্ঠাতা। সে যুগে মহিলারা বাইরে বিশেষ যেতেন না, বাড়িতেই লেখা পড়া, সঙ্গীত, সাহিত্য বা শিল্প চর্চা করতেন। ঠাকুরমা শুরু করে ছিলেন কাপড়ের উপর সূঁচের কাজ। সূঁচ সুতো দিয়ে তিনি অসাধারণ শিল্পকর্ম করতে পারতেন। আপাতত পাঁচটি ছবি আমাদের পরিবারের কাছে সংরক্ষিত আছে।



রেণুকা সেন

দূর থেকে দেখলে মনে হবে ভারতীয় মিনিয়েচার পেন্টিং। সূঁচ হচ্ছে তুলি, সুতো হচ্ছে রং। মিনিয়েচারের মতই সূক্ষ্ম কাজ তিনি করতে পারতেন। দুটি রাধাকৃষ্ণের ছবি যেন বৈষ্ণব পদাবলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। ঠাকুমার পিতৃকুল বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন, সেই সূত্রে তিনি পরিবারে কীর্তনের অনুষ্ঠান শুনেছেন, সেই ভাবকে অবলম্বন করে ছবি গেঁথেছেন, মিনিয়েচার পেন্টিংও দেখে থাকবেন বা ঐ মিনিয়েচারের ছাপা ছবি।





তিনি যখন ছোট তখন বাংলার ধনীগৃহে আর্লি বেঙ্গল বা ডাচ বেঙ্গল তৈলচিত্র খুব প্রচলিত ছিল। তাঁদের পিতৃকূলে কারুর বাড়িতে ঐ তেলরঙের ছবি ছিল, এমনকি রবিবর্মারও ছবি ছিল। সেসব দেখেও থাকতে পারেন। ভারত শিল্প বিষয়ক বেশ কিছু ইংরেজি বই তখন মানে ঊণবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বা বিংশ শতাব্দীর প্রথমে প্রকাশিত হয়ে গেছে যাতে অনেক মিনিয়েচার ছবি দেখা যায়।

তাঁর পিতৃগৃহে আর্লি বেঙ্গল বা ডাচ বেঙ্গল স্কুলের ছবিতেও কৃষ্ণকথা, মহাভারত, রামায়নের ছবি দেখে থাকতে পারেন। একটি সরস্বতীর ছবিও উৎকৃষ্ট। আর নীল আকাশে সাদা মেঘের মধ্যে লাল গোলকের মধ্যে কিছু সাদা বিন্দু তে হংসের পিঠে চড়ে এক দেবতা, এক হাতে অভয় মুদ্রা অন্য হাতে কমণ্ডলু। রথে কৃষ্ণার্জুনের ছবিটিও দারুণ। এই কটি মাত্র ছবিতে তাঁর শৈল্পিক উৎকর্ষের প্রমান পাওয়া যায়।





একবার বিদেশে এক প্রতিযোগিতায় তাঁর শিল্পকর্ম পুরষ্কৃত হয়েছিল, সে সার্টিফিকেট ছোটবেলায় দেখেছি। ভাবতে অবাক লাগে রক্ষণশীলতা, ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাবের মধ্যেও সে যুগের মহিলারা কি ভাবে শিল্প-সংস্কৃতির কাজ করতেন।

Indian Digital E-magazine
Exclusively for Art & Culture
Nov 05, 2026 | Vol. 1, Issue 2 | Winter Edition

SMS VIEWS
Voices. Visions. Perspectives.

Published by 'SMS' A GROUP OF ARTISTS
(Artistic & Socio-Cultural Organization)
Kolkata, WB, India

Triannual E-magazine| Email: smsarteditorial@gmail.com | Mob: 9475920747|Website: www.smsgroupartist.com

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল

শাম্ব প্রসাদ বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার ঐতিহাসিক শহর কৃষ্ণনগর বিখ্যাত তার অসাধারণ মাটির পুতুলের জন্য। বাস্তবের মানুষের অবয়ব, মুখের অভিব্যক্তি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এই পুতুলশিল্পের বিশেষ খ্যাতি রয়েছে।



কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি অঞ্চল এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত। মনে করা হয়, অষ্টাদশ শতকে নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পের প্রসার ঘটে। স্থানীয় কুমোর বা মৃৎশিল্পীরা ধীরে ধীরে মাটির পুতুল তৈরির এক স্বতন্ত্র রীতি গড়ে তোলেন। তাঁদের কাজ শুধু দেবদেবীর মূর্তি তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষকে বাস্তবের মতো করে মাটির অবয়বে ফুটিয়ে তোলাই হয়ে ওঠে তাঁদের শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলে বাংলার সমাজজীবনের নানা ছবি দেখা যায়। কৃষক, জেলে, কারিগর, সংগীতশিল্পী, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, গ্রামের নারী, ব্যবসায়ী—বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণির মানুষ এই পুতুলের বিষয় হয়ে উঠেছেন। এ ছাড়া গরু, ঘোড়া, পাখি-সহ নানা পশুপাখি এবং গ্রামবাংলার দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দৃশ্যও পুতুলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

মানুষের স্বাভাবিক দেহভঙ্গি, মুখের অভিব্যক্তি, পোশাকের ধরন, চুলের সাজ, গয়না এবং অন্যান্য ছোটখাটো বিষয় এত যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয় যে পুতুলগুলি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। একটি মাটির পুতুল তৈরি করতে শিল্পীকে যথেষ্ট দক্ষতা, ধৈর্য ও যত্নের পরিচয় দিতে হয়। প্রথমে মাটি ভালোভাবে প্রস্তুত করে পুতুলের মূল অবয়ব গড়ে তোলা হয়। প্রয়োজনে হাত, পা, মাথার মতো বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে তৈরি করে পরে জুড়ে দেওয়া হয়। পুতুল শুকিয়ে গেলে তার গায়ের খসখসে ভাব দূর করে অবয়বটি মসৃণ করা হয়। তারপর উপযুক্ত রঙের সাহায্যে পুতুলটিকে সাজিয়ে তোলা হয়। সবশেষে মুখের সূক্ষ্ম রেখা, পোশাকের নকশা, গয়না ও অন্যান্য খুঁটিনাটি যত্ন করে ফুটিয়ে তোলা হয়। প্রতিটি ধাপেই



শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও নিপুণতার পরিচয় মেলে। কৃষ্ণনগরের পুতুলশিল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর **বাস্তবধর্মিতা**। এই শিল্পের কারিগররা কল্পনার আদর্শ মানুষ গড়ার চেয়ে বাস্তব জীবনের সাধারণ মানুষকে তাঁদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসহ তুলে ধরতে বেশি আগ্রহী। মানুষের চেহারা, পেশা, পোশাক ও আচরণকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা মাটির পুতুলে তার প্রতিফলন ঘটান। ফলে এই পুতুলগুলি শুধু শিল্পবস্তু হিসেবেই মূল্যবান নয়, বাংলার ও বর্তমানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় বহনকারী নিদর্শন হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল ভারত ও বিদেশে সমাদর লাভ করেছে।



বিভিন্ন সংগ্রহশালা ও শিল্পপ্রদর্শনীতেও এই পুতুলের স্থান হয়েছে। বাংলার লোকশিল্পের ঐতিহ্যে কৃষ্ণনগরের পুতুলশিল্প এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিল্পীদের হাতে এই শিল্পের কৌশল, অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীলতা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। তবে বর্তমানে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প নানা সমস্যার মুখোমুখি। মানুষের রুচির পরিবর্তন, কাঁচামাল ও উৎপাদনের খরচ বেড়ে যাওয়া এবং কারখানায় তৈরি সস্তা সাজসজ্জার সামগ্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা—সব মিলিয়ে শিল্পীদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে উঠছে। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে স্থানীয় কারিগরদের উপযুক্ত সহায়তা, তাঁদের কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি এবং সংগ্রহশালা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী বাজারের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল তাই কেবল ঘর সাজানোর সামগ্রী নয়। এই পুতুলের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে বাংলার মানুষের জীবনযাত্রা, পেশা, পোশাক, আচার-আচরণ ও সামাজিক রীতিনীতির নানা দিক। শিল্পীদের দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় মাটি পায় জীবনের রূপ, আর সেই রূপের মধ্য দিয়েই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বেঁচে থাকে বাংলার এক মূল্যবান লোকশিল্পের ঐতিহ্য।

Indian Digital E-magazine
Exclusively for Art & Culture
Nov 05, 2026 | Vol. 1, Issue 2 | Winter Edition

SMS VIEWS
Voices. Visions. Perspectives.

Published by 'SMS' A GROUP OF ARTISTS
(Artistic & Socio-Cultural Organization)
Kolkata, WB, India

Triannual E-magazine| Email: smsarteditorial@gmail.com | Mob: 9475920747|Website: www.smsgroupartist.com

পারফরম্যান্সের নবী

ভাস্কর হাজারিকা

তিনি মঞ্চে প্রবেশ করলেন এমন ভঙ্গিতে, যেন কোনও পাশ্চাত্য নবী প্যারাশুটে চেপে ভারতে অবতরণ করেছেন—এক হাতে জ্ঞানালোক, অন্য হাতে পাওয়ারপয়েন্টের রিমোট।

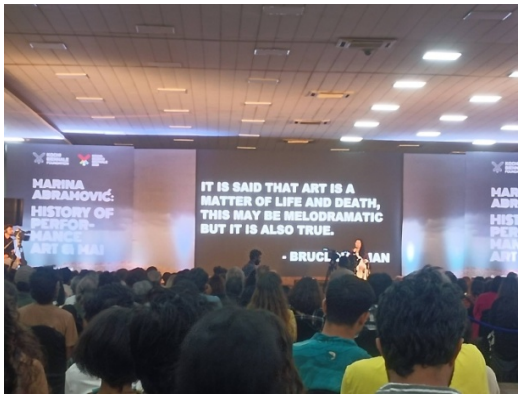

তাঁর সূচনাবক্তব্যও যথেষ্ট দৈববাণীর মতো: "আমার প্রেজেন্টেশন দেখার পর আপনারা পারফরম্যান্স সম্পর্কে সবকিছু শিখে যাবেন"—অথবা কথাটা এরকমই কিছু ছিল। মনে হয়, এখন মুক্তি মেলে স্লাইডের মাধ্যমে, আর পারফরম্যান্স আর্ট ধীরে ধীরে পেয়ে যায় তার 'ফর্ম'। পুরোনো সেই আধুনিকতাবাদী আকাঙ্ক্ষা। এরপর যা ঘটল, তা আধুনিক শিল্পের এক বাছাই করা জনপ্রিয় গানের তালিকার মতো: কয়েকজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য শিল্পী, কিছু পুনর্ব্যবহৃত শিল্প-আন্দোলন, সাজসজ্জার মতো ব্যবহৃত কিছু উদ্‌ধৃতি এবং প্রচুর অর্থহীন বাগাড়ম্বর।ভালো শিল্প/প্রকৃত শিল্প' কী, তা ব্যাখ্যা করতে করতে এবং একের পর এক নাম উল্লেখ করতে করতে তিনি নিজেকেই 'এ' ও 'ও'—অথবা অতীত ও বর্তমানের—বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করলেন। নিজেকে ঘোষণা করলেন বিশ্বশিল্পের মহান উত্তরাধিকারের স্বীকৃত দাবিদার হিসেবে, যেন শিল্পের ইতিহাস এত দিন ধৈর্য ধরে তাঁর আগমনের অপেক্ষাতেই ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, এই সেতুটি নির্মিত হয়েছিল ঔদ্ধত্য ও অজ্ঞতা দিয়ে। ভারতে পারফরম্যান্স কিংবা পারফর্মিং আর্টসের চর্চা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার অভাব স্পষ্ট; স্থানীয় শিল্প-আন্দোলন, পরীক্ষানিরীক্ষা কিংবা নিজস্ব প্রেক্ষিতের কাঠামো সম্পর্কে বোঝাপড়ারও কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। তাঁর বক্তব্য ইতিহাস, রাজনীতি ও মানুষের যাপিত বাস্তবতার অনেক ঊর্ধ্বে স্বচ্ছন্দে ভেসে বেড়াল। ধারণাগত গভীরতার জায়গা নিল অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা।



তত্ত্বের ক্ষেত্রেও যেন সবকিছুই ঐচ্ছিক। লাকাঁ? ভিক্টর টার্নার? রিচার্ড শেকনার? জুডিথ বাটলার? পিটার বার্ক? বাদল সরকার? কিংবা চলচ্চিত্র বা থিয়েটারের জগতের কেউ? এমনকি শাহরুখ খানও নন! তাঁর জগতে এঁদের কারও জায়গা হল না। পারফরম্যান্স, শরীর, পরিচয় কিংবা উপস্থাপনা নিয়ে সমালোচনামূলক ভাবনার যেন কোনও প্রয়োজনই নেই, যখন কারও নিজের ভবিষ্যদ্বক্তাসুলভ আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ট। 'প্রকৃত' শব্দটি তিনি উদারভাবে ব্যবহার করলেন, অথচ এই শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে যে কয়েক দশক ধরে তর্ক-বিতর্ক চলছে, সে সম্পর্কে কোনও বোধের পরিচয় দিলেন না।



হয় তাঁকে কেউ বলেনি, নয়তো তিনি শুনতে চাননি যে সমকালীন ভারত কোনও পাশ্চাত্য কল্পনার প্রকল্প নয়। আজকের ভারতীয় শিল্পীরা তর্কপ্রবণ, যুক্তিবাদী ভারতীয়; বিশ্বশিল্প সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান তাঁর স্লাইড-নির্ভর ধারণার চেয়ে অনেক বেশি। আর KMB-তে উপস্থিত অধিকাংশ শিল্পী পারফরম্যান্স আর্টের ইতিহাসে স্নাতকোত্তর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন না। তাঁরা শিল্পচর্চাকারী, চিন্তক এবং সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণে সক্ষম সক্রিয় ব্যক্তি—যাঁরা জটিল বাস্তবতার মধ্যে নিজেদের পথ তৈরি করছেন; বাইরে থেকে আমদানি করা জ্ঞানালোকের নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা নন। আর বর্তমান ভারতের প্রসঙ্গে একটি কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার: নতুন কোনও নবী, গুরু-মা কিংবা আমদানি করা দেবীর জন্য এখানে কোনও পদ খালি নেই। আধ্যাত্মিকতা ও শিল্পের বাজারে ভিড় ইতিমধ্যেই উপচে পড়ছে। সম্ভবত তাঁর বাবা রামদেবের নামটিও শোনা হয়নি। পারফরম্যান্সের ত্রাণকর্তা হয়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন; ফিরে গেলেন সাংস্কৃতিক অন্ধত্বের এক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত হয়ে—যেখানে জটিলতাকে শূন্যতা বলে ভুল করা হয়, আর ধরে নেওয়া হয় যে শিল্পকে যথাযথভাবে বুঝতে ভারতের এত দিন অপেক্ষা ছিল কেবল তাঁর একক বক্তৃতা-পরিবেশনার জন্য।

Indian Digital E-magazine
Exclusively for Art & Culture
Nov 05, 2026 | Vol. 1, Issue 2 | Winter Edition

SMS VIEWS
Voices. Visions. Perspectives.

Published by 'SMS' A GROUP OF ARTISTS
(Artistic & Socio-Cultural Organization)
Kolkata, WB, India

Triannual E-magazine| Email: smsarteditorial@gmail.com | Mob: 9475920747|Website: www.smsgroupartist.com

অনুধাবনের মাধ্যমে উপলব্ধি – দ্বিতীয় পর্ব

শিলাজিৎ ঘোষ

আমার চিত্রসৃষ্টির প্রক্রিয়া: বিভিন্ন দিক ও পর্যায়: আমার কাছে চিত্রসৃষ্টি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া, যার কয়েকটি স্বতন্ত্র অথচ পরস্পর-সম্পর্কিত পর্যায় রয়েছে।



চিত্র ১. উস্তাদ আলী আকবর খান

A. সর্বব্যাপী সত্যের উপলব্ধি

সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বিশ্বজনীনতার পরম সত্যকে উপলব্ধি করা এবং সেই উপলব্ধিকে ক্রমশ গভীর করে তোলাই আমার প্রথম সাধনা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এই সত্যকে অনুভব করি, তা নিয়ে ভাবি এবং গভীর মননে নিমগ্ন হই। এই সাধনার মূল কথা হলো অহংবোধকে বিসর্জন দেওয়া এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা। এর মধ্য দিয়ে এমন এক অবস্থায় পৌঁছতে চাই, যেখানে সমস্ত কাজ অনায়াসে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে চলে। তখন সময় ও জীবনপ্রবাহের হাতেই ছেড়ে দিই সমগ্র ঘটনাপ্রবাহের গতিপথ।

B. অন্তরের অনুভবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ

এই উপলব্ধিকে কাগজে বা ক্যানভাসে প্রকাশ করার এক দুর্নিবার তাগিদ অনুভব করি। চাই, সেই প্রকাশের আবেগ থাকুক সম্পূর্ণ নির্মল, অকৃত্রিম ও অবিকৃত।

অনুভবের একেবারে গভীরতম উৎসে পৌঁছে তাকে ধারণ করার চেষ্টা করি। তখন যেন সৃজনের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। বাইরের জগৎ ক্রমশ আড়ালে সরে যায়। আমার সৃষ্টিকে পরিচালিত করে কেবল অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত অন্তর্দৃষ্টি। এই **অন্তঃসত্তা** বাইরের জগতের যাবতীয় **প্রভাব থেকে মুক্ত** এবং **সর্বদা** এক **নিঃশর্ত অবস্থায়** বিরাজমান।

C. রং ও চিত্রমাধ্যমের নিবিড় পরিচয়

চিত্রসৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত উপকরণ ও মাধ্যমের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগের ধরন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করাও আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রং চিত্রকলার অন্যতম প্রধান উপাদান। প্রতিটি রঙের রয়েছে নিজস্ব বর্ণ, সমৃদ্ধি, স্যাচুরেশন বা বর্ণের পরিপূর্ণতা, ঔজ্জ্বল্য, টোন, অস্বচ্ছতা, নমনীয়তা, সান্দ্রতা ও পৃষ্ঠতলগত বৈশিষ্ট্য।



চিত্র ২. আঁরি মাতিস কৃত পেন্টিং

বর্ণচক্রে তার অবস্থান, উজ্জ্বলতা ও বৈপরীত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া চিত্রের সামগ্রিক বিন্যাসে প্রতিটি রঙের ক্ষেত্রফল, অবস্থান ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই সব বৈশিষ্ট্যের যথাযথ সমন্বয়েই চিত্রকর্ম লাভ করে তার নিজস্ব অভিব্যক্তি ও স্বাতন্ত্র্য।

D. সৃষ্টির আনন্দে নিমগ্ন থাকা

একটি সফল শিল্পকর্ম সৃষ্টি করার ব্যক্তিগত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে অতিক্রম করতে আমি নিরন্তর সাধনা করি। আমার কাছে মুখ্য বিষয় শিল্পকর্মের সাফল্য নয়; বরং সৌন্দর্যকে উপভোগ করা, উপলব্ধি করা এবং তার আরাধনায় নিমগ্ন থাকা। এই সাধনা চলে 'এখানে ও এখন'—জীবনের প্রতিটি বর্তমান মুহূর্তকে কেন্দ্র করে।

আমি এমন এক তন্ময় অথচ নির্লিপ্ত অবস্থায় থাকতে চাই, যেখানে প্রত্যাশা থাকে, কিন্তু তার প্রতি আসক্তি থাকে না। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, এই অবস্থাই 'অস্পৃহা' (ASPRIHA)।একই সঙ্গে আমি তিনটি গভীর অনুভূতির স্বাদ পেতে চাই—(ক) অতলস্পর্শী, হৃদয়নিঃসৃত আনন্দ। (খ) এক অপূর্ব অনিশ্চয়তার রোমাঞ্চ, যার মধ্যে মিশে থাকে অনাবিল আনন্দ ও কৌতুক। (গ) ব্যক্তিমানস ও বিশ্বমানসের সম্পূর্ণ মিলনে নিঃশর্ত ভালোবাসার এক অনির্বচনীয় উচ্ছ্বাস। সৃষ্টির সমগ্র প্রক্রিয়ায় আমি নিজেকে একজন নির্লিপ্ত দর্শক হিসেবে দেখতে চাই।

Indian Digital E-magazine
Exclusively for Art & Culture
Nov 05, 2026 | Vol. 1, Issue 2 | Winter Edition
SMS VIEWS
Published by 'SMS' A GROUP OF ARTISTS
(Artistic & Socio-Cultural Organization)
Kolkata, WB, India
Triannual E-magazine| Email: smsarteditorial@gmail.com | Mob: 9475920747|Website: www.smsgroupartist.com



চিত্র ৩. মিউজিক মুভমেন্ট ইমেজ

যেন আমার হাত দিয়ে চিত্রকর্মটি নিজেই ধীরে ধীরে রূপ পেয়ে উঠছে। আমার মন ও শরীর তখন কেবল রঙে সিক্ত একটি তুলির মতো—সৃষ্টির বৃহত্তর প্রবাহের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত।

আমার অনুপ্রেরণার উৎস:

আমার চিত্রসৃষ্টির ভাবনা ও প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে দুটি বিশেষ সৃষ্টিধারা—আলি আকবর খানের সংগীত এবং অঁরি মাতিসের চিত্রকলা। এই দুই শিল্পীর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে আমি খুঁজে পাই আমার নিজস্ব শিল্পভাবনার গভীর অনুরণন।

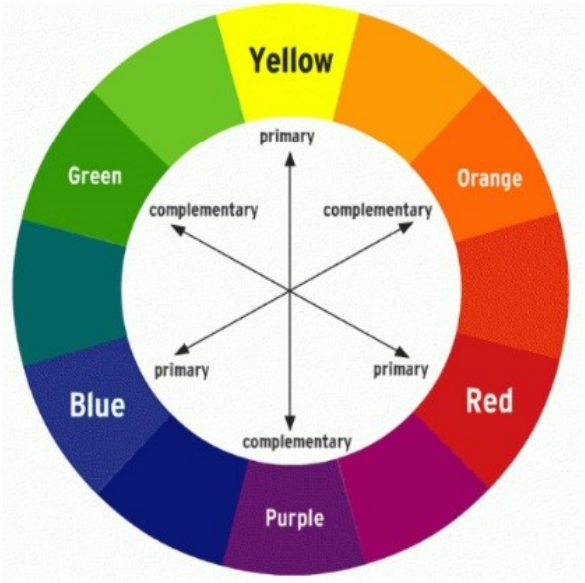

চিত্র ৪. কালার হুইল

১. আলি আকবর খানের সংগীত

আলি আকবর খানের সংগীতের মধ্যে বিশেষ করে তাঁর আলাপের দীর্ঘ ও গভীর মীড় আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। মীড় হলো সরোদের তারে একটিমাত্র আঘাত থেকে সৃষ্ট দীর্ঘায়িত স্বরপ্রবাহ, যার মধ্য দিয়ে সুর এক স্বর থেকে অন্য স্বরে অনায়াসে বয়ে যায়।

এই মীড়ের অনন্যতা, বিশুদ্ধতা, স্বাধীনতা ও নিঃশর্ততা আমার মনোজগতে গভীর ছাপ ফেলে। সুরের এই অবাধ প্রবাহ আমার অন্তরের গভীরতম তারে অনুরণন তোলে।

প্রতিবার এই সংগীত শুনলে মনে হয়, যেন এমন এক অসামান্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছি, যা এর আগে কখনও অনুভব করিনি। মনে হয়, আমার চেতনা-সহ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন এই মুহূর্তেই নতুন করে জন্ম নিচ্ছে। এ যেন সমস্ত সূচনারও আদি সূচনা—এক আদিম শূন্যতা, যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে সব কিছু। স্থান ও কালও যেন সেই আদি শূন্যতা থেকেই উদ্‌ভূত। বিজ্ঞানের বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে বিশ্বসৃষ্টির যে আদিম মুহূর্তের কথা বলা হয়েছে, এই সংগীত আমাকে সেই আদি সৃষ্টির অনুভবের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

২. অঁরি মাতিসের ফভিস্ট চিত্রকলা

অঁরি মাতিসের ফভিস্ট চিত্রকলাও আমার শিল্পভাবনার অন্যতম প্রধান অনুপ্রেরণা। বিশেষ করে রঙের বিশুদ্ধ ও স্বতন্ত্র ব্যবহারে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি প্রতিটি রঙের নিজস্ব স্পন্দন ও স্বভাব অক্ষুণ্ণ রেখেই তাকে ব্যবহার করতেন। রঙের প্রয়োগে তাঁর সাহস ছিল অসামান্য। অথচ সেই বৈচিত্র্য ও দুঃসাহসিক বিন্যাসের মধ্যেও তিনি সৃষ্টি করতেন এক অপূর্ব সামঞ্জস্য। মাতিসের ছবিতে রঙের এই স্বাধীনতা কেবল নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না; তা শিল্পীর স্বাধীন সৃজনশীল সত্তারও প্রকাশ ঘটায়। তাঁর চিত্রকলা আমাকে শেখায়, রঙের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেও কীভাবে তাদের মধ্যে গভীর ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা যায়।

(Continued .. Part III)